CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ

চ্যানেল আই ৬ বছরে

‘দর্শকরাই ভালো বলতে পারবে আমাদের সাফল্য এবং ব্যর্থতার কথা’

ফরিদুর রেজা সাগর *ব্যবস্থাপনা পরিচালক*

সাপ্তাহিক ২০০০ : দেখতে দেখতে চ্যানেল আই ছয় বছরে পা রাখলো। কোনো কিছুই শুরুর আগে একটা লক্ষ্য থাকে। চ্যানেল আই শুরুর আগে এমন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর কোনো বিষয় ছিল কি?

ফরিদুর রেজা সাগর : না, এমন কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আমি যে বয়সে স্কুলে পড়ালেখা করা শুরু করেছি, সেই বয়স থেকেই টেলিভিশনে কাজ করা শুরু করি। টেলিভিশনের কাজ করতে করতেই আজ এ পর্যন্ত আসা। সুতরাং যাত্রা শুরু বা এর শেষ কোথায় এমন কোনো পরিকল্পনা ছিল না। বরং বলবো আমি বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষের মধ্যে সেই সৌভাগ্যবানদের একজন, যে ছোটবেলা থেকেই টেলিভিশনে কাজ করা শিখেছি এবং এখনো টেলিভিশনেই কাজ করে যাচ্ছি। আর চ্যানেল আয়ের ক্ষেত্রে এটা বলা যেতে পারে যে, দর্শকরা যেভাবে চাচ্ছে, যতোটা ভালোবাসছে, আমরা সেভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি।

২০০০ : এই যে পথচলা, দর্শক চাহিদা বেড়ে যাওয়া, চ্যানেল আইয়ের প্রতি ভালোবাসার জন্ম হওয়া- এগুলো কি আপনাদের দায়িত্ব আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে না?

সাগর : অবশ্যই। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা কাজ করছি। এক সময় ইমপ্রেস টেলিফিল্ম সব বাংলা চ্যানেলের জন্য অনুষ্ঠান তৈরি করতো। এখন সেটা কমে আসছে। এখন ইমপ্রেস টেলিফিল্ম শুধু চ্যানেল আইয়ের জন্য অনুষ্ঠান তৈরি করছে। যারা দেশের ভালো নির্মাতা, সেরা নির্মাতা তাদের দিয়ে চ্যানেল আই অনুষ্ঠান তৈরি করছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমাদের দেশের খ্যাতিমান নির্মাতারা বছরে যে ক'টা প্রোডাকশন করেন তার অধিকাংশই চ্যানেল আইয়ের জন্য। চ্যানেল আইয়ের গত জন্মদিনেও আমরা প্রায় দশ লাখ চিঠি পেয়েছি। সারা বিশ্বে আমাদের যে দর্শক আছে এবং তাদের যে চাহিদা তা অবশ্যই আমাদের দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে দেয়।

২০০০ : এই দায়িত্ববোধ আপনাদের ভাবনায় নতুন কী কী যুক্ত করছে?

সাগর : এ দেশের প্রথম টেলিফিল্ম চ্যানেল আই তৈরি করেছে। টেলিভিশন থেকে চলচ্চিত্র তৈরি করা যায় বড় পর্দার জন্য সেটা চ্যানেল আই করেছে। আজকে তৃতীয় মাত্রার মতো অনুষ্ঠান হচ্ছে। এমন অনেক কিছু আছে যা চ্যানেল আই প্রথম করেছে। দর্শকরা সেটা সেভাবেই গ্রহণ করছে। সুতরাং দর্শকদের জন্য চ্যানেল আইয়ের নতুন ভাবনা সব সময় ছিলো এবং আছে।

২০০০ : সম্প্রতি দেশের বাইরে চ্যানেল আই একটি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো- এটা কি দেশের বাইরের দর্শকদের মাথায় রেখে, নাকি নতুন একটা চমক দেয়ার জন্য?

সাগর : মধ্যপ্রাচ্যে চ্যানেল আইয়ের প্রচুর দর্শক । তাদের জন্য তো এটা একটা বড় সুযোগ যে দুবাইয়ের অডিটোরিয়ামে বসে বাংলাদেশে শিল্পীদের দেখতে পাচ্ছে। এখানে চমকের চাইতেও বড় বিষয় হচ্ছে বাইরের চ্যানেলগুলোতে আমরা যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানগুলো দেখি, সেটা আমরা ঢাকায় করতে পারি না মূলত টেকনিক্যাল সাপোর্টের জন্য। ঢাকার শিল্পীদের পারফরমেন্স কিন্তু তুলনাহীন। দেশের বড় বড় শিল্পীরা দুবাইতে আমাদের সাপোর্ট দিয়েছে নানাভাবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে ছিলেন। টেকনিক্যাল সাপোর্ট একটা অনুষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যেতে পারে, সেটাও কিন্তু এখানে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। তার মানে

P¨v‡bj AvB Ô ü`‡q evsjv‡`kÕ| †`‡ki c_g wWwRUvj evsjv P¨v‡bj wn‡m‡e mvd‡j¨i cvP eQ‡i Zviv AwZµg Ki‡jv| GB mvdj¨ ïa GKwU P¨v‡b‡ji e¨vcvi bq eis Zvi‡P‡q| †ewk wKQ| AmsL¨ cwZKjZv‡K †cQ‡b †d‡j P¨v‡bjwU‡K mvg‡bi w`‡K GwM‡q wb‡Z wKQ gvbl w`bivZ cwikg K‡i‡Qb| RbM‡Yi Av¯v ARb Ki‡Z bZb bZb cwiKíbv K‡i‡Qb| hvi djl P¨v‡bjwU †c‡q‡Q| P¨v‡bj AvB‡K RbM‡Yi ü`‡q †cš‡Q w`‡Z dwi`i †iRv mvMi l kvBL wmivR AKvš cwikg K‡i hv‡”Qb| Avi msev` wefvM wb‡q kvn AvjgMxi| Zv‡`i m‡½ K_v e‡j‡Qb... Avgv‡`i cwZwbwa Awid Lvb

আমরা চেষ্টা করেছি অনুষ্ঠানটিকে আন্তর্জাতিক মানের করে তুলতে।

২০০০ : এই রকম অনুষ্ঠান কি প্রতি বছর করার ইচ্ছে আছে?

সাগর : প্রতি বছর নয়, মাঝে মাঝেই করার চেষ্টা করবো। শিল্পী-কুশলীদের সহযোগিতা আমাদের মনোবল অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

২০০০ : চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করছি চ্যানেল আইয়ের। প্রথম কোন বিষয়টি মাথায় রেখে এই ভাবনাটা এসেছে?

সাগর : চলচ্চিত্র তৈরি করছি আমরা মূলত দর্শকদের জন্য। বাংলাদেশ টেলিভিশনে এক সময় ছায়াছন্দ সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। শুক্রবারের ছবিও অসম্ভব জনপ্রিয় ছিল। সেই হিসাব করেই এটিএন প্রতিদিন একটি করে ছবি দেখাতো। চ্যানেল আইও পরবর্তীতে তাই করেছে। আমরা দেখেছি এই ছবি দেখার দর্শক অনেক অনেক বেশি। পুরনো ছবি দেখার জন্য দর্শক যদি এতো বেশি হয়, নতুন ছবির দর্শক তো আরো বেশি হবে। সেই চিন্তা থেকেই প্রধানত ছবি করা। আমরা দেখেছি গত ঈদে আমরা যে ছবিগুলো মুক্তি দিয়েছি এবং পরবর্তীতে যে ছবিগুলোর মুক্তি দিয়েছি সেসব ক্ষেত্রে দর্শক সংখ্যা অনেক অনেক গুণ বেড়েছে।

২০০০ : এটা কি সুস্থ ছবির ধারা তৈরির জন্য, নাকি নিজেদের বাণিজ্যিক প্রসার বাড়ানোর জন্য?

সাগর : সুস্থ ছবির ধারা আমরা তৈরি করতে পারছি কি না এটা আপনারাই ভালো বলতে পারবেন। আমরা মনে করি সব সাংবাদিক এই উদ্যোগটাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আমরা সুচিন্তা থেকে করছি। সুস্থ ধারার ছবির ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ কোনো অবদান রাখবে কি না সেটা সময় বলে দেবে।

২০০০ : অনেকে এমন কথাও বলছেন যে, এ উদ্যোগ চলচ্চিত্রকে প্যাকেজের আওতায় নিয়ে আসা। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

সাগর : প্যাকেজ নাটক জিনিসটা কি খারাপ? যদি না হয়, তবে প্যাকেজ চলচ্চিত্রকে আমরা খারাপ মনে করছি কেন?

২০০০ : চলচ্চিত্র অনেক শক্তিশালী, বড় একটি মাধ্যম। এর জনপ্রিয়তা, বাজেট, সব কিছুই বড় মাপের। তাছাড়া বিদেশে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রেও চলচ্চিত্র বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে ...

সাগর : চ্যানেল আই যে কয়টা ছবি তৈরি করেছে, সবগুলোর সাব টাইটেল তৈরি হয়েছে। ছবিগুলো তৈরি হওয়ার পর যতগুলো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আমাদের দেশের বাইরে হয়েছে তার সব জায়গায় চেষ্টা করেছি ছবিগুলো পাঠানোর। আমরা আশা করি যে, সামনের বছর বেশ কটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পাবো। বড় বাজেটের ছবির কথা যদি বলেন তাহলে আমরা বড় বাজেটের ছবি করবো না বা করছি না এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। আমি এখন একটা ছবি একটা হলে মুক্তি দিচ্ছি। এমনও দিন আসতে পারে যে একটা ছবি একশ'টা হলে মুক্তি দিচ্ছি।

২০০০ : এই প্রক্রিয়া তো বোধহয় প্রায় দু'বছর হয়ে গেল।

সাগর : হ্যাঁ কিত্তনখোলা দিয়ে শুরু। তারপর একটু বন্ধ ছিল। তারপর প্রথম নিজেদের প্রযোজনার ছবি ২২ মে ২০০৩-এ শুরু করি।

২০০০ : শুধু একটা হলেই কেন আপনাদের ছবি মুক্তি পাচ্ছে? বেশি হলে নয় কেন?

সাগর : ঢাকায় শুধু একটা হলে সীমাবদ্ধ রেখেছি। এই বিষয়টা তো পরিচিত ছিল না। টেলিভিশনে মুক্তির পর কোনো ছবি হলে মুক্তি পাবে বিষয়টাই আমাদের দর্শকদের অভ্যস্ততার মধ্যে ছিল না। অভ্যস্ত হওয়ার জন্য দর্শকদের সময় লাগবে, ক্ষমতা লাগবে। ব্যাচেলরের ক্ষেত্রে আমরা হলে গিয়েছি পরবর্তী পর্যায়ে। যখন ছবিটি বলাকায় হিট করেছে। বাংলাদেশে যে ৮০০ সিনেমা হল রয়েছে। আমি জানি না তার মধ্যে কতোগুলো চালু আছে। সেখানে সবগুলো হলে যদি হাউস ফুল দর্শক ছবি দেখে, আমার তো মনে হয় আমাদের চ্যানেলে যখন ছবি দেখানো হয়, তখন সেই পরিমাণ দর্শকই ছবি দেখে। ঢাকা শহরে একসঙ্গে ১২টা হলে ছবি মুক্তি দিতে হবে কেন? কারণ ঢাকা শহরের প্রায় সব জায়গায় ক্যাবল সংযোগ রয়েছে। টেলিভিশনেই ছবিটি তারা দেখে ফেলছে।

২০০০ : ঢাকা চলচ্চিত্র ভিডিও পাইরেসিতে আক্রান্ত। আপনারা কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

সাগর : আমরা তো সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখোমুখি। কারণ টেলিভিশনে প্রচার হওয়ার পরপরই এটা ভিডিও ক্যাসেট হয়ে যাচ্ছে। ভারতে ভিডিও ক্যাসেট কপিরাইট আইন এতো কঠিন যে সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজক সেটা না দিচ্ছে, কেউ মার্কেটিং করার সাহস পায় না। এটা তো পলিসির ব্যাপার। আমাদের ছবির আগে পুলিশ কমিশনার বক্তৃতা দিচ্ছেন যে এই ছবি কেউ কপি করবেন না। মজার কথা হচ্ছে, যখন কপিটা পাওয়া যাচ্ছে তখন পুলিশ কমিশনারের দস্তখতসহ তা পাওয়া যাচ্ছে।

২০০০ : এখন চলচ্চিত্র, নাটক বা অনুষ্ঠান যেকোনো ভালো কিছুর জন্যই একটা বড় বাজেটের প্রয়োজন। প্যাকেজ নাটকের শুরুতে যথেষ্ট ভালো বাজেটের নাটক তৈরি হতো। বিক্রিও হতো। সন্তোষজনক মূল্যে। এটা ক্রমশ কমে আসছে কেন?

সাগর : এক সময় শুধু বিটিভি ছিল এর ক্রেতা। এখন চ্যানেল বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে নির্মাতা। ফলে বাজেট কমে এসেছে। ভালো কিছু দেখাতে গেলে আমাকে খরচ করতেই হবে।

২০০০ : অনেকেই ভালো কাজে হাতে নিতে পারছে না বাজেটের কারণে।

সাগর : যেকোনো একজন ভালো নির্মাতার কথা যদি আমরা বলি, তাহলে দেখবো তারা কিন্তু এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করছেন।

২০০০ : সংখ্যার দিক থেকে হয়তো কাজ বেড়েছে। কিন্তু গুণগত মান কি ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে?

সাগর : যার নির্মাতা হিসাবে সুনাম রয়েছে, তিনি তো মানসম্পন্ন কাজ করেন বলেই নির্মাতা হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছেন, তাই না?

২০০০ : এই খ্যাতিমান নির্মাতাদেরও কিন্তু বাজেট নিয়ে অভিযোগ রয়েছে।

সাগর : আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং চ্যানেল আইয়ের পক্ষ থেকে এ কথা বলতে পারি যে, তারা যদি মনে করে তাদের ব্যাপকতা ও বিশালতা প্রয়োজন, চ্যানেল আই সম্পূর্ণভাবে তাদের সাপোর্ট দেবে। ধরা যাক একটা দৃশ্যের জন্য একটা হেলিকপ্টার প্রয়োজন। সে জন্য যে খরচ হবে তা দিয়ে হয়তো দুটো অল্প বাজেটের নাটক করা যায়। নাটকে তা জরুরি হলে চ্যানেল আই তা করবে।

২০০০ : ছয় বছরে চ্যানেল আইয়ের সাফল্যগুলো কী?

সাগর : দর্শকরাই ভালো বলতে পারবে আমাদের সাফল্য এবং ব্যর্থতার কথা। আমাদের অনেক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। যে অনুষ্ঠানগুলোর যতো পর্ব প্রচার হয়েছে, বাংলাদেশের আর কোনো চ্যানেলে এতো পর্বের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর অনুষ্ঠান ৪০০ পর্বের ওপর চলছে। মিউজিক প্লাস ৮০০ পর্বের ওপরও। তৃতীয় মাত্রা ৪০০ অতিক্রম করে গেছে। আমি টেলিভিশনের সঙ্গে বহুদিন ধরে কাজ করছি। আমার কাছে মনে হয় একটি অসম্ভবকে সম্ভব করেছে জিল্লুর রহমান। কারণ দু'জন ব্যক্তিকে এনে প্রতিদিন এভাবে দীর্ঘদিন জনপ্রিয়তার সঙ্গে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা কঠিন। এগুলো সাফল্য নিশ্চয়ই।

২০০০ : সামনের দিনগুলোয় নতুন কী পরিকল্পনা যুক্ত করছেন?

সাগর : আগে বলে দিলে তো চমক থাকবে না।

২০০০ : পাঁচ বছর শেষে ছয় বছরে পা রাখছেন। এমন মুহূর্তে দর্শক, শুভানুধ্যায়ীদের কিছু বলুন।

সাগর : আপনাদের সবার ভালোবাসা, পরামর্শ চাই। যার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাব।

‘চ্যানেল আই পরিচ্ছন্ন একটি চ্যানেল, এই সময়ে এসে তা বলা যায়’

শাইখ সিরাজ *পরিচালক*

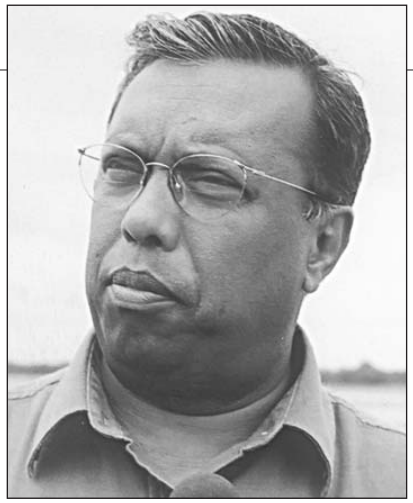

২০০০ : চ্যানেল আই পাঁচ বছর শেষ করে ছয় বছরে পদার্পণ করছে। বিষয়টা আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করুন।

শাইখ সিরাজ : নির্দিষ্ট একটি চরিত্র নিয়ে একটি চ্যানেল দাঁড়ানোর জন্য পাঁচ বছর যথেষ্ট না হলেও ভালো সময়। এই সময়ের মধ্যে দর্শক বলতে পারে যে চ্যানেলটির চরিত্র এই ধরনের। দর্শকপ্রিয়তার দিক থেকে, স্থূল কি না, বিভিন্ন বাছ-বিচার করে সময়টা যথেষ্ট। সেদিক থেকে চ্যানেল আই পরিচ্ছন্ন একটি চ্যানেল, এই সময়ে এসে তা বলা যায়।

২০০০ : যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে শুরু করেছিলেন, পাঁচ বছর পেরিয়ে তা কতোটা লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছে।

সিরাজ : প্রথম থেকেই আমরা যে জিনিসটিকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছি তা হচ্ছে দর্শক চাহিদা। প্রথম দিন থেকেই দর্শকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের চরিত্রের কথা ভাবা হয়েছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জরিপের মাধ্যমে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম যে চ্যানেলটা নিয়ে আমরা বাংলাদেশের কোথায় কোথায় আছি। কোন জায়গায় আমাদের মনোযোগ বেশি, কোন জায়গায় কম। দ্বিতীয় বছর তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করেছি। লক্ষ্য করেছি সংবাদ ছাড়া যে একটি চ্যানেল পূর্ণাঙ্গ হয় না তার স্পষ্ট ছাপ দর্শকদের মধ্যে। তৃতীয় বছর সেই প্রাপ্তিটা হয়েছে। এখন এই চ্যানেলটি আর শুধু দেশের ভেতরের মধ্যে নয়। আগে দেখতাম বাংলাদেশর কোথায় আমরা নেই। আর এখন দেখছি বিশ্বের কোথায় আমরা নেই। বাংলাদেশের বাইরে প্রায় ২২ কোটির মতো বাংলা ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করে। তাদের কাছে একটা চাহিদা আছে এই চ্যানেলের। গোটা মধ্যপ্রাচ্যে বাংলা চ্যানেল বলতে চ্যানেল আই। সম্প্রতি যে পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান দুবাইতে করলাম, তার অনেক কারণের একটা হচ্ছে বহির্বিশ্বের বাঙালি দর্শকদের সম্মান করা। সে দিক থেকে গত পাঁচ বছরে আমাদের যে পরিকল্পনা ছিল তার অন্তত ৭০% (সত্তর ভাগ) পূরণ করতে পেরেছি।

২০০০ : উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো যদি জানতে চাই।

সিরাজ : প্রধানত দর্শক গ্রহণযোগ্যতা। তারপর সংবাদ, সংবাদের পরিবেশনা, বস্তুনিষ্ঠতা। শুধু হালকা সংবাদ, চটুল সংবাদ দিয়ে প্রলুব্ধ না করে বিচার-বিশ্লেষণ করে সংবাদ পরিবেশনা। এই চ্যানেলটি যদি টেলিস্টেরিয়াল হতো তাহলে এর গেটআপ, ধরন এক রকম হতো। স্যাটেলাইট চ্যানেল হওয়ায় তা অন্য রকম। কারণ এটার ভেতর একটা চকচকে ভাব ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলোর কাঠামোও দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়। এটুকুর ভেতরে থেকে গ্রহণযোগ্য অনুষ্ঠান তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। একটি বাংলা স্যাটেলাইট চ্যানেলের প্রথম দিনের উপস্থাপনা চ্যানেল আই পরিবর্তন করেছে। তার আগে স্যাটেলাইট চ্যানেল হিসেবে দেখা হতো ভারতীয় জিটিভি, স্টার প্লাস। বাংলা চ্যানেল এর আগে আমাদের দেশে হয়েছে। কিন্তু ঐ গেটআপ ঐ উপস্থাপনায় কেউ আসে নাই। অর্থাৎ আমাদের অনুষ্ঠান ঐ সমমানের বলেই দর্শকদের দৃষ্টি বাইরের চ্যানেলগুলো থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। এটা আমরাই করেছি। তরুণের জন্য যে অনুষ্ঠান। আমাদের চ্যানেলকে বলা হয় তারুণ্যের চ্যানেল। এটা একদিনের অর্জন নয়। দীর্ঘ সময় চলতে চলতেই এই অর্জনটা হয়েছে। যেমন চ্যানেল আই দেশের কথা বলে। এটার বহিঃপ্রকাশ আছে বলেই দর্শক মনে করে। চ্যানেল আইয়ের লোগো যখন ভাবা হয়, তখন অনেক কিছু চিন্তাভাবনা করে করা হয়। লোগোর ভেতর দেশ, দেশের মানচিত্র। যা দিয়ে আমি আমার বাংলাদেশের মানুষকে চিনি। এই লোগোর ধারাবাহিকতায়ই চ্যানেলের চরিত্রটা পরবর্তীতে এগিয়ে নেয়া হয়েছে। আমাদের দেশের অন্যান্য অনুষ্ঠানের দিকে যদি তাকাই, আগে ভারতীয় চ্যানেলের যে অনুষ্ঠানগুলো দেখে আমরা বলতাম ওদের দেশে গণতন্ত্র অনেক সজাগ। সেরকম সাহসিকতার অনুষ্ঠান ‘তৃতীয় মাত্রা’। বাংলা কোনো চ্যানেলে এমন কোনো ধারণাই ছিল না যে ও রকম অনুষ্ঠান হতে পারে। সেটা হয়েছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য চ্যানেলগুলোও এমন অনুষ্ঠানের কথা ভাবছে। এগিয়ে আসছে। শুধু গান যে কোনো টেলিভিশন চ্যানেলে ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে পারে- এই ধারণাটাই আমাদের দেশে ছিল না। এমটিভির ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের মিউজিক প্লাস আছে। সেই মিউজিক প্লাস থেকে আমাদেরই তিনটি অনুষ্ঠান চলছে। তার বাইরে মিউজিক প্লাসকে চিন্তা করে ঘন্টার পর ঘন্টা আধুনিক গান চালাচ্ছে। এগুলো তো চ্যানেল আই-ই করেছে প্রথম। তারপর কৃষির কথায় যদি আসি। আবার এতো বছর পর দর্শকরা আবার তা পছন্দ করছে। মাত্র ৩০টি পর্ব গেছে। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছে। এটারও গ্রহণযোগ্যতা আমরা পেয়েছি। তারপর নাটক, ‘৫১বর্তী’ নাটক। প্রতিদিন ডেইলি সোপ এ দেশে হতে পারে এটা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। চ্যানেল আই-ই তা প্রথম করে।

২০০০ : আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে পাশের দেশের বিভিন্ন চ্যানেলের চাকচিক্যের সঙ্গে। সে ক্ষেত্রে চ্যানেল আই’র অনুষ্ঠানের মান নিয়ে কি আপনারা সন্তুষ্ট?

সিরাজ : আমরা পারছি না কারণ বাজার ব্যবস্থাটা একটা বিশাল ব্যাপার। যে কারণেই পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড দুবাইতে করা হয়। দেশ থেকে বের হতে হবে। দেশ থেকে বের হতে পারলে, বাজার বড় হবে। বাজার বড় হলে, ইনভেস্ট বেশি হবে। অনুষ্ঠানের রঙ, সেট, পুঁজি অন্য দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই কিন্তু টিকতে পারছি না। মান ঠিক রাখতে পারছি না। বিজ্ঞাপনগুলো সব হাউসহোল্ড আইটেম। কসমেটিক থেকে শুরু করে কোমল পানীয় পর্যন্ত। একটা লবণের বিজ্ঞাপন আমার এখানে দেয়ার চাইতে বিটিভিতে দিতে ক্লায়েন্ট বেশি পছন্দ করবে। কারণ বিটিভি গ্রাম পর্যন্ত দেখা যায়। বাজারের সীমাবদ্ধতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারপরও যে তিনটা চ্যানেল সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে এটা অনেক বড় ব্যাপার। তিন চ্যানেলের সংযোগই একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। এখন আর সংবাদের জন্য বিবিসির ওপর নির্ভর করতে হয় না। বরং বিবিসি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ফুটেজ নেয়। সুতরাং বাজার বাড়াতে পারলেই বিনিয়োগ বাড়বে। বিনিয়োগ বাড়লেই আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠানে যাওয়া সম্ভব হবে।

২০০০ : প্রসারটা নগর এবং মফস্বলকেন্দ্রিক এখনও। এটা আরো ছড়িয়ে দিতে পারবো কি না।

সিরাজ : প্রসার থানা পর্যায়ে এবং আরো ভেতর পর্যন্ত চলে গেছে চ্যানেল আইয়ের মনোযোগের ক্ষেত্রে।

২০০০ : দুবাই, লন্ডন, আমেরিকা যাচ্ছেন আপনারা। অথচ প্রত্যন্ত অঞ্চল ছুঁতে পারছেন না।

সিরাজ : সেই কারিগরি ব্যবস্থাটা আমাদের

হাতে নেই। টেলিস্টেরিয়াল না হলে তো গ্রামে-গঞ্জে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আমি চাইলেও পারবো না। তারপরও ক্যাবল সংযোগ পাঁচ বছর আগে যা ছিল, এখন তা অনেক বেড়ে গেছে! এই ব্যবসাটা তো প্রাইভেট সেক্টরের হাতে। বিটিভি ৩০ বছরে যতোটা গেছে, আমার মনে হয়, প্রাইভেট চ্যানেলগুলো পাঁচ বছরে এর থেকে অনেক বেশি গেছে। আগামী তিন-চার বছরে মনোযোগটা হয়তো গ্রাম পর্যন্ত হবে। পাশাপাশি এটাও সত্য যে তখন হয়তো ক্যাবলের মাধ্যমে যেতে হবে না। অন্য কোনো নতুন টেকনোলজি চলে আসবে। যেটা সহজেই হ্যান্ডেল করা সম্ভব।

২০০০ : সংবাদের ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে দেখবো সংবাদের আধিপত্যটা খুবই বেশি।

সিরাজ : যদি দেশের প্রেক্ষিতে ভাবেন তবে বেশি। কিন্তু গ্লোবালি ভাবলে বেশি না। চারটা চ্যানেলের কথা যদি ধরি তবে চ্যানেল আই-এর রাতের খবর শুরু হয় সাড়ে ১০টায়। অন্যান্য চ্যানেলগুলোও ক্রমান্বয়ে ১০টা সাড়ে ১০টায় শুরু করে। সেই খবরগুলো শেষ হতে না হতেই বিটিভির দুটি খবর প্রচার করতে হয়। আমি আমার খবর কিন্তু প্রচার শেষ করে দিয়েছি রাত সোয়া ১১টায়। সাড়ে ১১টায় আমাকে আবার বিটিভির দুটো খবর রাত সাড়ে ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত প্রচার করতে হয়। এ সময় আমি কোনো অনুষ্ঠান দিতে পারছি না। তারপর রাত সোয়া ১২টায় গ্লোবাল চ্যানেল বলে আমাকে দেশের বাইরের দর্শকদের জন্য আবার খবর দিতে হচ্ছে।

২০০০ : যেহেতু সোয়া ৭টায়, সাড়ে ১০টায় খবর যাচ্ছে। আবার কি সোয়া ১২টায় তা ডিমান্ড করে? অথবা ৯টায় অন্য অনুষ্ঠান দিতে পারেন।

সিরাজ : রাত ৯টায় কিন্তু আর কোনো চ্যানেল খবর দেখায় না।

২০০০ : হ্যাঁ, সেটা মেনে নিয়েই জানতে চাই খবরের যেমন চাহিদা আছে, অনুষ্ঠানেরও চাহিদা আছে।

সিরাজ : আছে। কিন্তু অনুষ্ঠান তো হচ্ছে। বরং সাড়ে ১০টার পর থেকে অনুষ্ঠানে থাকতে পারছি না।

২০০০ : সে ক্ষেত্রে সাড়ে ১০টার আগে অনুষ্ঠান বেশি থাকা উচিত নয় কি?

সিরাজ : তিন বছর আগেও কিন্তু এমন ধারণা ছিল যে, প্রাইম টাইম সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। কিন্তু আমরা প্রমাণ করেছি যে, অনুষ্ঠানের চাহিদা থাকলে প্রাইম টাইম যেকোনো সময় তৈরি করা যায়।

২০০০ : অন্যান্য অনুষ্ঠান নিয়ে, সামগ্রিক কোনো ভাবনা?

সিরাজ : তাও আছে। দু'বছরের মধ্যে সংসদ নির্বাচন হবে। তার ধারাবাহিকতায় নানা রকম ট্রান্সপারেন্ট অনুষ্ঠান করা হবে। রাজনীতি নিয়ে অনুষ্ঠানের যথেষ্ট কদর আছে দর্শকের মধ্যে। জনগণ যথেষ্ট রাজনীতি সচেতন। এই সচেতনতার পেছনের একমাত্র কারণ হচ্ছে আগে এই সংবাদগুলো আমরা পেতাম না। দেশের টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা ওই সংবাদগুলো এখন পাচ্ছি। সংবাদের জনপ্রিয়তা কিন্তু এই জন্যও বেড়েছে।

২০০০ : টেলিস্টেরিয়াল করার ব্যাপারে আপনাদের কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

সিরাজ : এটা তো আমাদের হাতে নেই। সরকার যদি মনে করে টেলিস্টেরিয়ালের অনুমতি দেবে তবে হবে। আমাদের রেজিস্ট্রেশন করা আছে।

টেলেস্টেরিয়াল টেলিভিশনে ইনফার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে প্রধান। এটা তৈরি করা আছে। সরকার অনুমতি দিলেই আমরা করবো। সে ক্ষেত্রে আমাদের অনুষ্ঠানকে পরিবর্তন করতে হবে অনেক। গ্রামমুখী জনগণের, জনপদের অনুষ্ঠান আরো বাড়াতে হবে। দায়বদ্ধতা একটা বড় বিষয়। একটা চ্যানেল হলো, দর্শক, শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটা কমিটমেন্ট রয়েছে আমাদের।

'রিপোর্টিংয়ের স্টাইলটাও আমরা পরিবর্তন করছি'

শাহ আলমগীর

evZ© m¤úv`K

সাপ্তাহিক ২০০০ : সংবাদ নিয়ে নতুন কোনো ভাবনা আছে কি? যেহেতু যথেষ্ট প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আপনাদের এগুতে হচ্ছে।

শাহ আলমগীর : চ্যানেল বাড়বে, প্রতিযোগিতা বাড়বে এটাই স্বাভাবিক। প্রতিযোগিতা থাকলে মানও বৃদ্ধি পায়। এটাই নিয়ম। আমরা অনুভব করছি যে একটা বড় ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্যেই আমরা রয়েছি। সে ক্ষেত্রে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি টিকে থাকার জন্য।

২০০০ : নতুন কোনো পরিকল্পনা?

আলমগীর : প্রতি মুহূর্তেই আমরা তা ভাবছি। আজ যেটা ভাবি, কাল তা পরিবর্তন হচ্ছে। রিপোর্টিংয়ের স্টাইলটাও আমরা পরিবর্তন করছি। প্রথম দিকে যখন আমরা খবর শুরু করি তার থেকে এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নতুন বিষয় যুক্ত করার চেষ্টা করছি। যদি ভালো হয় তাহলে থেকে যাবে । না হলে থাকবে না। কিন্তু পরিচিত করতে দোষ নাই। অনেকের কাছে ভালো না লাগলেও এই যে আমি নতুন একটা জিনিস দেয়ার চেষ্টা করলাম সেটা কিন্তু প্রশংসাযোগ্য। তার মানে আমার চেষ্টাটা আছে। আমার রিপোর্টার যদি নতুন কোনো স্টাইল আনতে পারে, আমি যদি চেষ্টা করি তাহলে ভালো কোনো জিনিস দর্শকরা পাবে। এটা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে, আমরা যে এ যাবৎকালে নতুন স্টাইল বা অনেকগুলো জিনিস চালু করেছি এটা এখন প্রতিটা চ্যানেলের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০০০ : সংবাদ পরিবেশনা করার ক্ষেত্রে কে আগে সংবাদ পরিবেশন করতে পারে, কিভাবে করতে পারে, এ বিষয়গুলো মোকাবেলায় কোন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন?

আলমগীর : কোনো নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে এটা করা হয় না। কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সেটা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। দেখলাম যে অন্য একটা চ্যানেল একভাবে পরিবেশন করলো। তখন ঘটনাটির সংবাদ আমি অন্যভাবে পরিবেশন করবো। প্রতি মুহূর্তেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

২০০০ : এই যে রিপোর্টগুলো হয়, এটা কি সবাই মিলে একসঙ্গে করেন?

আলমগীর : আমি ব্যক্তিগতভাবে যেকোনো সিদ্ধান্ত সম্মিলিতভাবে নেয়ার পক্ষে। আমাদের রিপোর্টারদের নিয়ে যখন মিটিং করি তখন রিপোর্টিং নিয়ে করি। আর জেনারেল মিটিংয়ে এডিটর, ক্যামেরাম্যান সবাই থাকে। সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি। কেউ আমার সমালোচনা করতে চাইলেও তখন করতে পারে। তখন টিমের কাজের সুবিধার জন্য সবাই সম্ভাব্য সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে মতামত দেয়।

২০০০ : এখন যারা সংবাদ পরিবেশনকারীরা আছেন, দর্শকদের মধ্যে তাদের একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আপনারা কতটুকু সন্তুষ্ট?

আলমগীর : কেউ যদি তার কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, তখনই তার কাজের মৃত্যু ঘটবে । তার মানে সে থেমে গেল। সৃষ্টিশীল কাজে কোনো অবকাশ নেই। তাই আমরা এখনও সন্তুষ্ট নই।